দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

প্রসঙ্গ শিক্ষকদের মুক্তি

আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না ঃ আইন উপদেষ্টা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছেন, জরুরি অবস্থা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের বিচার পাবার অধিকার ব্যাহত করেছে। তবে সকল ক্ষেত্রে নয়। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হবে। মঙ্গলবার আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সংগে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা এসেছিল তা আমাদের দেখতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে এটি সংবিধান সম্মত। এ ব্যাপারে রুলস অব বিজনেসে সংশোধনী আনা হয়েছে। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটি আইন সম্মত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুক্তি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না

(প্রথম পৃঃ পর)

বলেন, আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এর আগে উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর বলেছিলেন, আদালতের রায় যাই হোক না কেন, শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হবে। এই মন্তব্য রায়কে প্রভাবিত করতে পারে কিনা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন তাদের মুক্তি পাওয়ার সংগে আদালতের রায়ের কোন সম্পর্ক নেই।

ব্যবসায়ীদের আটকাদেশ(ডিটেনশন) দেয়া ও পরবর্তীকালে উচ্চ আদালত থেকে মুক্তি পাওয়া বিষয়ে এ এফ হাসান আরিফ বলেন, উচ্চ আদালতে যখন আটকাদেশ খারিজ হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সেটি বৈধ ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আটকাদেশের ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতে এরকম আইন আছে ২০টি। বাংলাদেশে আছে মাত্র একটি- বিশেষ ক্ষমতা আইন।

ডিটেনশন বিধানটি বৈধ (জাস্টিফাইড) মন্তব্য করে তিনি বলেন,অতীতে দেখা গেছে কোন চিহ্নিত সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কোন জিডি করা যেতো না। সন্ত্রাসীদের বাধ্য হয়ে চাঁদা দিতে হতো। এক্ষেত্রে এসব সন্ত্রাসীকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আটকাদেশ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রুথ কমিশন গঠন প্রসঙ্গে আইন উপদেষ্টা বলেন, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এটি আলোচনার পর্যায় রয়েছে। এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র আমার হাতে পৌঁছেনি।

শেখ হাসিনার ক্যামেরা ট্রায়াল হচ্ছে বলে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের বাড়তি নিরাপত্তার স্বার্থেই সেদিন সরকারের তরফ থেকে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি ন্যায়বিচারেরও আশ্বাস দেন।